APR. 032
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

দৈনিক ইনকিলাব

উত্তরাঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিম্নমানের শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

শফিক বেবু ॥ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের জার্মান সাহায্য পুষ্ট প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে সরকারী ও বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে কোটি কোটি টাকার শিক্ষা উপকরণ বিতরণে দুর্নীতি ও নিম্নমানের উপকরণ বিতরণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বিতরণ কর্মসূচীর আওতাধীন উত্তর জনপদের কুড়িগ্রাম, বগুড়া ও দিনাজপুর জেলায় তৎপরতা শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে নিম্নমানের উপকরণ সরবরাহের অভিযোগ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের দফতরে এলে এ সংক্রান্ত তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, উক্ত প্রকল্পের আওতায় কুড়িগ্রাম জেলার ৯টি উপজেলার ৫৬৩টি সরকারী এবং ৫৪৬টি বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, বগুড়া জেলার ১১ উপজেলার ৯৬১টি সরকারী এবং ৫২১টি রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, দিনাজপুর জেলার ১৩টি উপজেলার ৮৬০টি সরকারী এবং ৭৬০টি রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ৩টি জেলার ৩৩টি উপজেলার ২ হাজার ৩৮৪টি সরকারী এবং ১ হাজার ৮৩৪টি রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, জার্মান টেকনিক্যাল কো-অপারেশন (জিটিজেড)-এর আর্থিক সহায়তায় ৩৮ ধরনের উপকরণ প্রদান করা হয়। এর মধ্যে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ ৩৮ প্রকারের সবগুলো এবং বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ২৩ ধরনের উপকরণ দেয়া হয়।

সরেজমিনে দেখা গেছে, দরপত্রের মাধ্যমে ক্রয় করা এসব উপকরণের মধ্যে কুড়িগ্রাম জেলায় মেসার্স জামালী ট্রেডার্স অ্যাবাকাস, স্টিল বক্স, কম্পাস, থার্মোমিটার, স্প্রিং ব্যালেন্স, ম্যাগনেট, ভলিউম ও মাসকিউব, গানিম প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস, পশু চার্ট পাখি চার্ট, যোগের চার্ট, বিয়োগের চার্ট, সবজি চার্ট, ফল চার্ট, ইংরেজি সংখ্যা চার্ট, নামতা চার্ট, ইংরেজি বর্ণমালা চার্ট, বাংলা বর্ণমালা চার্ট, কুরি এন্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ ওয়েট মেশিন, ডামি, দেওয়াল ঘড়ি, রোলার স্কেল, স্টিল বক্স, কম্পাস মডেল, থার্মোমিটার, ইক্যুয়াল আম ব্যালান্স, স্কেলরস, ম্যাগনেট, ভ্যালুয়াম এন্ড মাসকিউব, ম্যাগনেফাইয়িং গ্লাস, জ্যামিতি বক্স, অ্যাবাকাস, মিটার স্কেল, ওয়েট সেট, সাত ধরনের চার্ট এবং অণিক ট্রেডিং করপোরেশন পাকিস্তানে তৈরী সিল মারা বল ও স্কিপিং রোপ থানা শিক্ষা কর্মকর্তার দফতরসমূহে সরবরাহ করে। থানা শিক্ষা কর্মকর্তাগণ বরাদ্দ অনুযায়ী পরবর্তীতে বিদ্যালয়গুলোকে প্রদান করে। কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার নন্দ দুলালের ভিটা রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনিসুর রহমান, বড়াইবাড়ী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুস সাত্তার, উত্তর কুমোরপুর আবিরের ভিটা রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফজলে রহমান, কিশলয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ আলী, খলিলগঞ্জ সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়ের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষয়েত্রী জানান, প্রদত্ত উপকরণগুলোর অধিকাংশই নিম্নমানের এবং কিছু কিছু একেবারে ব্যবহার অনুপযোগী। ইতোমধ্যে অনেক উপকরণ নষ্ট হয়ে গেছে। বিশেষ করে সরবরাহকৃত বলের গায়ে পাকিস্তানে তৈরী সিল দেয়া থাকলেও এগুলো এত নিম্নমানের যে, চার-পাঁচ দিনের বেশী ছেলেরা খেলতে পারেনি। স্কিপিং রোপের অবস্থাও নাজুক। এসব উপকরণ সরবরাহে কোটির অধিক টাকা বিভিন্ন কায়দায় লোপাট করা হয়েছে মর্মে মন্তব্য করে শিক্ষা অফিসের নাম প্রকাশে অনুচ্ছিক একজন কর্মকর্তা জানান, ঠিকাদাররা যেসব মালামাল সরবরাহ করেছে তা যাচাই করে নেয়ার কোন উপায় ছিল না। কেননা কত দামের কি মানের মাল নেয়া হবে এ সম্পর্কে কোন তথ্য বা নমুনা তাদের কাছে পাঠানো হয়নি। এরই সুযোগে কোন কোন ঠিকাদার সরবরাহ চালানে কায়দা করে 'Received in good condition' কথাটি লিখে নিয়েছে। আরও অভিযোগ পাওয়া গেছে, ঠিকাদার মালামাল সরবরাহের জন্য নিয়ে আসলেই স্থানীয় জিটিজেড অফিস ম্যানেজার রবটি রোজারিওর তৎপরতা ছিল লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে তার সঙ্গে কথা বলতে গেলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কিছুই বলা সম্ভব নয় বলে এড়িয়ে যান। টেলিফোনে সমন্বিত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক আনিসুর রহমান এ ব্যাপারে জানান, তিনি ওই দিন চাকরি থেকে অবসর যাচ্ছেন এবং নির্বাহী প্রকৌশলীর সঙ্গে কথা বলতে বলেন। নির্বাহী প্রকৌশলী আনোয়ারুল হক বলেন, কয়েকদিন হল এখানে যোগদান করেছেন এ জন্য তিনি কিছু বলতে পারবেন না বলে হিসাবরক্ষকের সঙ্গে কথা বলতে বলেন। হিসাবরক্ষক জানান, মোট কত টাকার উপকরণ নেয়া হয়েছে তা টেলিফোনে বলা সম্ভব নয়। প্রতি বিদ্যালয়ে উপকরণ সরবরাহের বরাদ্দ ৮/৯ হাজার টাকার মত। বল নিয়ে অভিযোগ এসেছে। নষ্ট বল ফেরত দিলে ঠিকাদার তা বদলে দেবে। এ জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। অন্যান্য উপকরণ সম্পর্কিত অভিযোগ সত্য নয়।